রাতের ডায়েরি

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

Date of first edition publication: September, 2009

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
যোগাযোগ:

Sayed Hossain
Senior Lecturer of Economics
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya,
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at website: www.sayedhossain.com

© Sayed Hossain 2009

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

© Rater Diary by Sayed Hossain written in Bengali language.

মুখবন্ধ

রাতে ঘুমোনোর আগে কিছু না লিখে শুতে পারি না, কেমন অস্বস্তি লাগে । আগে যেমন খাতা-কলমে লিখতাম, কালি ফুরিয়ে গেলে আবার কালি ভরে লেখা শুরু হতো, এখন সে সবের বালাই নেই । কম্পিউটার-প্রযুক্তির বদৌলতে এখন অনেক তাড়াতাড়ি লেখার কাজটি শেষ করতে পারি ।

জীবন মাত্রই অনন্ত জিঙাসায় ভরা । দ্বিধা-দ্বন্ধ সব সময়ে ঘুর ঘুর করে আমাদের চারিপাশে । যতক্ষণ না সংশয়টা দুর হচ্ছে, ততক্ষণ কেমন অস্বস্তি লাগে । মনে হয় কি যেন নেই অথচ উত্তরটা হাতের কাছেই । অনেকে তখন লিখতে বসে মনকে হালকা করবার জন্য । আমিও সে পথ ধরেছি । যখনি সংশয়ে পড়েছি, ঝটাপট লিখে ফেলেছি । আমার সেসব টুকরো টুকরো লেখা নিয়ে সাজিয়েছি রাতের ডায়েরি ।

খুদার খোঁজে? **১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯**

অফিস থেকে ফিরে এলোপাথারি শুয়ে পড়েছি । কখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নেমেছে, খেয়াল করিনি । ঘুমটা ভাঙলো মাঝরাতে, জানালার দাপাদাপিতে । আলতো করে চোখ মেলে দেখলাম বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে মালয়শিয়ার আকাশে আর তারি ঝাপটা এসে পড়ছে জানালার আর্শিতে । হাত বাড়িয়ে জানালা চাপিয়ে আবার শুয়ে পড়েছি । ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারটা । এই পাহাড়ী-খন্দকের চূড়ায় রাত এগারটা মানে অনেক রাত । খেয়াল করে দেখলাম ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে । সেই যে দুপুরে দু-মুঠো খেয়েছি তারপর আর দানা পড়েনি ।

এই অ-বেলায় রাধতে ইচ্ছে হলো না । দুই-তিনটে নুডলসের প্যাকেট বের করে ডিনারের আয়োজন করে ফেললাম । দেখতে দেখতে নুডলস সেদ্ধ হয়ে এলো ।

সুন্দর করে টেবিল মুছে খেতে বসেছি । লবন, ঝাল যুৎসই মতন পড়াতে নুডলসটা জব্বর হয়েছে । সুর সুর করে খেয়ে চলেছি । হঠাৎ টিভিতে এক কারি সাহেব তেলোয়াত শুরু করলেন । এত সুন্দর করে কেরাত করছেন, যেন উনি আমার সামনে বসে পড়ছেন । কেরাতের মূর্ছনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো ঘরে ।

কেরাত শুনছি আর ভাবছি খুদার কথা । সবার আগে মনে হলো, খুদা কে ? কিইবা তার পরিচয়? প্রশ্নটা যত সহজে করা হলো, উত্তরটা অত সহজ নয় । আসল কথা হলো, এর উত্তর মানুষ জানে না তারপরেও মানুষ চেষ্টা করবে উত্তর খুঁজতে । এ দোষের কিছু না । কিতাবে আছে, খুদা অসীম শক্তিধর, আমাদের চারিপাশে যা কিছু ঘুরে বেড়ায় সবি তার ইচ্ছাধীন । খুদার ইচ্ছের বাইরে জগত ঘুরবে না । তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে ।

খুদার আংশিক পরিচয় দেয়া হয়েছে এখানে কিন্তু পুরোটা নয় । ধর্মগ্রন্থে খুদার পরিচয় ততটুকুন দেয়া হয়েছে, যেটুকুন মানুষ বুঝতে পারবে । পূর্ণাঙ্গ উত্তরটা কোথাও মিলবে না অথবা বলা যেতে পারে খুদার পরিচয় খাতা-কলমে দেয়া যাবে না । এটা বুঝতে হবে অতীন্দ্রীয় ঙাণ দিয়ে । হিমালয়ের পাদদেশে যে সব সাধু-সন্নাসীরা সত্য খুঁজে বেড়ান, তারা হয়তো আঁচ করতে পারবে অথবা মসজিদুন্নবীর বারান্দায় যে সব সূফিরা ধ্যান-আরাধনায় সময় কাটাতেন, তারা হয়তো বলতে পারতেন অথবা বৈদিক যুগে যে সব সাধুরা পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুড়ে বেড়াতেন, তাদের কাছে তথ্য মিলতো । শুধু বই পড়ে, ধর্মগ্রন্থ মুখস্ত করে খুদার পরিচয় পাওয়া যাবে না ।

এসব ভাবতে ভাবতে চায়ের তেষ্টা পেলো । এক কাপ গরম চা হলে খুব ভাল হতো । যেমনি মনে হওয়া, তেমনি ঝাপিয়ে পড়া । কিচেনে গিয়ে গরম পানি চাপিয়ে দিয়েছি । কিছুক্ষণের মধ্যে টগবগ করে পানি ফুটতে লাগলো, চা ঢালবার এখনি সময় । টি-ব্যাগ ফেলে দিলাম ঝটাপট তারপর চামচ দিয়ে নাড়তেই চায়ের রং ফুটে উঠলো ।

বড় বড় টোষ্টের কোওটা চোখে পড়লো কিচেনের র‍্যাকে । দেরি না করে হাত চালিয়ে দিলাম তারপর বড় মগে চা ভরে বসার রুমে এসে বসেছি । তাকিয়ে দেখলাম ভারি পর্দাটা জানালার উপর ঝুলে আছে । জানালার পর্দাটা সরাতেই সর সর করে বৃষ্টি নেমে এলো আমার জানালায় । তাকিয়ে দেখলাম বৃষ্টির ভারে জানালাটা দুলছে থেকে থেকে ।

ইচ্ছে করেই বাতি নিভিয়ে এলাম যেন অন্ধকারে বৃষ্টি পড়া দেখতে পারি । বসে বসে চা খাচ্ছি আর টোস্টগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছি চায়ের মগে । টোস্টটা ভিজে উঠতেই সাবার করে দিচ্ছি । এভাবে অনেকগুলো খেয়ে ফেললাম । চায়ের মগে টোস্ট ভিজিয়ে খাবার মজাই আলাদা । মনে এসে আবারও ভর করলো খুদার কথা, অসীম শক্তিধর পরম মানুষটির কথা যিনি আমাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়ান ।

সবচেয়ে বড় জটিলতা দেখা দেয়, যখন খুদার উৎপত্তি নয় প্রশ্ন আসে । খুদা জগত বানিয়েছেন । বানিয়েছেন আলো-পানি-বাতাস আর সেই আলো-হাওয়ায় আমরা বর্ধিত হচ্ছি, পালিত হচ্ছি কিন্তু যে প্রশ্নটা সবার আগে আসে, তা হলো খুদাকে কে বানালেন ? তিনি এলেনি বা কোত্থেকে ? আমার জানা মতে এর উত্তর কোথাও লেখা নেই অথবা সাধু-সন্নাসীরাও ধ্যান যোগে জানতে পারেন নি । তাই এ নিয়ে চিন্তা করাটা স্রেফ সময়ের অপচয় । তবে বলা হয় খুদা অনাদি এবং অনন্ত । যখন কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন অথবা যখন কেউ থাকবে না তখনও তিনি বিরাজ করবেন । তিনি অনন্ত-কালহীন এক পরম সত্বা ।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো । এই রাত-বিরেতে কে আবার ফোন বাজালো ?

ফোন তুলতেই বাদলের গলা, টরোন্টো থেকে বলছে ও ।

- আমি বললাম, কি ব্যাপার, এত রাতে? কোন খারাপ কিছু?

- রাত বলছিস কেন, রোদের তাপে পুড়ে যাচ্ছি আমরা ।

সহসা মনে হলো সময়ের পার্থক্যের কথা । মাঝে মাঝে ভুলে যাই সে কথা ।

বাদল বললো, তুই নিশ্চয় চা-কফি নিয়ে জমিয়ে বৃষ্টি-পড়া দেখছিস এই রাত-বিরেতে?

আমি বললাম, তুই হাসান বাসরি ।

- হাসান বাসরি বললি কেন?

আমি বললাম, সাত-সমুদ্র পেরিয়ে যে আমাকে দেখতে পায়, সে তো হাসান বাসরি ।

বাদল হেসে বললো,

আমি তোকে চিনি তাই বলেছি, ঢিলটা যে এভাবে লাগবে ভাবিনি । যাইহোক, আমি এখন বেরুচ্ছি । পরে কথা হবে, ভাল থাকিস । হ্যাঁ, আবার কবে আসছিস কানাডা প্রজাতন্ত্রে ?

- সেপ্টেম্বরে কনফারেন্স । সাত দিনের জন্য যাব । তখন কথা হবে ।

- সত্যি আসছিস তো ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

বাদল ফোন রেখে দিয়েছে । আবার সেই বৃষ্টির ঝুন-ঝুনানি কানে বাজতে লাগলো । খুদা এসে ভর করলেন । খুদা কি আমাদের প্রভু না বন্ধু ? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত । একদল বলেন, খুদা আমাদের প্রভু । আমরা তার দাস ভিন্ন অন্য কিছু নই । অন্যদল সেটা মানতে রাজি নন । উনারা বলেন, খুদা একজন প্রেমিক । তিনি তার প্রেমের ভান্ডার উজার করবার জন্য জগত বানিয়েছেন । উত্তর যেটাই হোক না কেন, প্রেমের পথে খুদাকে ডাকলে তিনি সারা না দিয়ে পারবেন না । ইশকের জজবাতে বার বার আঘাত করলে খুদার দরজা খুলে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক ।

আমরা আমাদের চারিপাশে যা কিছু দেখি অথবা দেখি না, এসবি খুদারি আরেক রুপ, আরেক অভিব্যাক্তি । তিনি হাজারো রুপে, হাজারো আবোয়বে প্রস্ফুটিত হয়ে আছেন । আমাদের চোখ নেই তাই দেখি না কিন্তু এই চোখ পাবার উপায় কি? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ঙাণ-চক্ষু ? আসলে এর উত্তর মানুষ জানে না তবে আগের মতন করে বলবো, খুদার ইশকে নিজেকে জ্বালিয়ে দিলে চক্ষু পাওয়া কঠিন হবে না । দিন-রাত নফল বন্দেগি করে যখন এক ক্রোশ আগানো গেল, তখন খুদা-প্রেমিকেরা ইশকের এক নিঃশ্বাসে খুদার আরশে গিয়ে পৌছেন ।

ধীরে ধীরে চায়ের কাপ ফুরিয়ে এলো । শেষ চুমুক দিয়ে সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছি । ভেতরের ঘরে আজ আর ঘুমুবো না, সোফায় রাত পার করবো ঠিক করলাম । এরিমধ্যে আলমারি থেকে কাথা নামিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে নিয়েছি । মনে এসে ভর করলো সাদি, রুমি আর জামির কথা যারা ইশকের জ্বালা সইতে না পেরে গুলিস্তা, বুস্তা আর মাসনবীর মতন কাব্যগ্রন্থ লিখে গেছেন । এখন কবিরা নেই কিন্তু ওদের প্রেমগাঁথা এখনো আছে । বৃষ্টির তালে তালে কানে বাজতে লাগলো পারস্য শ্লোকগাঁথা : হে মন, এ অস্থায়ী মহলে আর কতকাল কাটাইবে ? শিশুর ন্যয় আর কতকাল ধুলির ঘর গড়িবে ?

দেখতে দেখতে চোখ এলিয়ে এলো । ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছি । আলতো করে তাকিয়ে দেখলাম বৃষ্টির দাপাদাপি ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে জানালার কার্ণিশটা ।

রাতের ডায়েরি চলবে .....

Please write me with comments: www.sayedhossain.com

Visit my personal website at: www.sayedhossain.com

Dec 10, 2009